অধ্যায়-১১
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

১.১ অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের গুণগত পরিবর্তন সমানতালে অগ্রসর না হলে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস অসম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুরুষের তুলনায় নারী একটু বেশীই দরিদ্র। এ দরিদ্রতা শুধু যে অর্থনৈতিক তা নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক, রাষ্ট্রিয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবস্থানগত। বিশেষ করে ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে আমাদের দেশের নারীরা দরিদ্রতম। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমরা রাষ্ট্র ও সমাজকে এনজেন্ডারড করতে চাই। বাংলাদেশে নারীদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই পরিবার ও সমাজ থেকে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাস সম্ভব।

১.২ সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার' বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, 'National Social Security Strategy (NSSS)', প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ অন্যান্য দলিলে সমাজের অবহেলিত অংশ বিশেষ করে বৃদ্ধ, ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিপদাপন্ন নারী ও শিশুর প্রয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১.৩ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা ও ভাতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে মূলতঃ ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করে দারিদ্র্য নিরসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে; ক) বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা সৃষ্টি; খ) ক্ষুদ্রঋণ বা তহবিল প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান বা কর্মসৃজন; গ) বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য সৃষ্টি করা। এতে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নারী প্রাধান্য পাবে।

১.৪ জেন্ডার সমতায় এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় সব দেশের ওপরে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত ২০১৮ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার সমতা প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive Growth) অর্জনের বিভিন্ন নীতি/কৌশলের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে। এখন প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহার করে আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা। লক্ষ্যণীয় যে, NSSS বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক Social Security Policy Support (SSPS) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, অর্থ বিভাগে 'Strengthening Public Financial Management for Social

Protection (SPFMSP)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সব কার্যক্রমের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও শক্তিশালীসহ নারীদের অধিকারের হিস্যা বৃদ্ধি পাবে।

১.৫ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মূলতঃ ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমাজের অবহেলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে থাকে। তবে, সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রতিটি কর্মকাণ্ডে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা, অটিজম সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কন্যা শিশু বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, পিতা মাতাহীন এবং সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান কাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২.০ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

- ❖ সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ❖ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন;
- ❖ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
- ❖ সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ❖ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ❖ ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, অবক্ষেপণ (প্রবেশন) ও অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

৩.০ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও নারী উন্নয়নে এর প্রাসঙ্গিকতা

৩.১ **আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্যতার বিধান:** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে পরিচালিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ৩টি কার্যক্রমে ৫০ ভাগ এবং ১টি কার্যক্রমে ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় বার্ষিক গড়ে ১ লক্ষ ১৩ হাজার নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। সুবিধাবঞ্চিত বালিকা শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বার্ষিক গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ হাজার ৭ শত ৫০ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১২ হাজার বালিকা শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। ফলে, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হিসেবে তারা আত্মকর্মসংস্থান বা চাকরির মাধ্যমে সমাজে পুনঃএকত্রিত হবে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অগ্রাধিকার থাকায় তা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করবে, যার ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

৩.২ **সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা:** বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ৪৬.৮০ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের বাসস্থান, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের

কার্যক্রমের সাথে নারী-পুরুষ উভয়ই সম্পর্কযুক্ত বিধায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন ফোরামে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নারীর আইনী সহায়তা, নারীর সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভ, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, নারী নির্যাতন হ্রাস, বাল্যবিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রথা হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

৩.৩ **সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণ:** আইনের সংস্পর্শে আসা বালিকা শিশু ও নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ আশ্রয় ও ভরণপোষণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস পাবে এবং বার্ষিক গড়ে ১৬.৫ হাজার জন বালিকা ও নারী উপকৃত হবে। বার্ষিক গড়ে ৬ শত জন সামাজিক-প্রতিবন্ধী নারীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং ৬ শত নারী-কিশোরী নিরাপদ হেফাজতীদের আবাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন, আইনী সহায়তা ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে। হাসপাতালে চিকিৎসা সহায়তা সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৫০% নারী, যা নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। গর্ভবতী, দরিদ্র নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার থাকায় তা নারীর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানকৃত রোগীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী নারীকে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

৪.০ নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

৪.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধি দেশের জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের একমাত্র সূচক নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে সমাজে ধনী-গরীবের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। এছাড়া, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক কারণে ব্যক্তি বা পরিবার সমাজে এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সামর্থ্য (capacity) হারিয়ে দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারে। যেহেতু আমাদের সমাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা অধিকতর দরিদ্র, সেহেতু শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপকরণ লাভের ক্ষেত্রে শুধু সমতা (equality) বিধান করাই যথেষ্ট নয় বরং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারীকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের যেখানে নারী তার সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজ তথা অর্থনীতির মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

৪.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮, শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, সবার জন্য শিক্ষার সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি ২০০৫, প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, শিশু আইন ২০১৩, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১, কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১, দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ ১৯৬০, এতিমখানা এবং বিধবা সদন আইন ১৯৪৪, দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল আইন ও নীতিমালায় মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা: নীচের সারণীতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এ সব ভাতা কার্যক্রমের নীতিমালায় নারী ও পুরুষের সমান হিস্যা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে, নারী উপকারভোগীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম হলেও তা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ বিভাজনের শতকরা হার (২০১৮-১৯)

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা	নারী সুবিধাভোগী (%)
১.	বয়স্ক ভাতা	৪০,০০,০০০	১৯,৪৪,৪৮০	৪৮.৬২
২.	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা	১৪,০০,০০০	১৪,০০,০০০	১০০.০০
৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	১০,০০,০০০	৪,২৩,৮০০	৪২.৩৮
৪.	প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	৯০,০০০	৪১,৯০৪	৪৬.৫৬
৫.	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	৯৭,১১২	৩২,১০৬	৩৩.০৬
৬.	হিজড়া, বেদে ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	৭১,৬৫০	নারী-২৩,৪৮৬ হিজড়া ৭,৬৫০	৪৩.৪৫

৪.৪ **বর্তমান বাজেটের অগ্রাধিকার এবং এর সাথে নারী অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক:** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অতিদরিদ্র, সামাজিকভাবে অনগ্রসর নারী, শিশু এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রতিটি কার্যক্রমে নারীর হিস্যা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে তা নারীর অবস্থান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১.	সামাজিক সুরক্ষা	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কার্যক্রমের আওতায় একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন, জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৪৪.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ১৭.০০ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা এবং জনপ্রতি মাসিক ৭৫০ ঢাকা হারে ১৫.৪৫ লক্ষ ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ৮৬ হাজার হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ভাতা, প্রশিক্ষণ ও উপবৃত্তি প্রদানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ৪৭.২৩ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে। ফলে, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন হবে। এছাড়া দারিদ্র ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
২.	সেবামূলক সুদমুক্ত	দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখবে বিবেচনায় এটিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ৩টি কার্যক্রমে ৫০ ভাগ এবং ১টি কার্যক্রমে ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় বার্ষিক গড়ে ১ লক্ষ ১৩ হাজার নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।
৩.	সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু সুরক্ষা	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের এ বিপন্নতম অংশের অধিকার সুরক্ষিত হবে বিবেচনায় কার্যক্রমটিকে তৃতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত বালিকা শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বার্ষিক গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ হাজার ৭৫০ শত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১২.৫ হাজার বালিকা শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। ফলে, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হিসাবে তারা আত্মকর্মসংস্থান বা চাকরির মাধ্যমে সমাজে পুনঃএকত্রিত হবে।
৪.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসন সুবিধা প্রদান, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বিবেচনায় কার্যক্রমটিকে চতুর্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অগ্রাধিকার থাকায় তা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করবে, যার ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

৬.৩ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০			সংশোধিত ২০১৮-১৯			বাজেট ২০১৮-১৯			প্রকৃত ২০১৭-১৮		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৫২৩১৯০	১৬১২৪৭	৩০.৮২	৪৪২৫৪১	১৩৬০৩৬	৩০.৭৪	৪৬৪৫৭৩	১৩৬৯৩৮	২৯.৪৮	৩২১৮৬১	৮৮৪৪১	২৭.৪৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৬৮৮১	৩৫৩৫	৫১.৩৮	৫৫৮৪	২৭০০	৪৮.৩৬	৫৫৯৩	২৭১৫	৪৮.৫৪	৪৭৪৭	২৩৪২	৪৯.৩৩
উন্নয়ন বাজেট	৩২৬	২০৩	৬২.১৫	২৪৫	১২৪	৫০.৪১	২৫৪	১৩৯	৫৪.৭৫	১৮২	৯৪	৫১.৩৬
পরিচালন বাজেট	৬৫৫৫	৩৩৩৩	৫০.৮৪	৫৩৩৯	২৫৭৭	৪৮.২৬	৫৩৩৯	২৫৭৬	৪৮.২৫	৪৫৬৫	২২৪৮	৪৯.২৫

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (K.P.I.) সমূহের অর্জন

ক্রমিক নং	কর্মকৃতি নির্দেশক	পরিমাপের একক	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
			প্রকৃত	প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা
১.	বয়স্ক ভাতা'য় নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৪৯.২৪	৪৭.৬২	৪৮.৬২
২.	সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৬০.০৪	৬০.১০	৬১.০০

৮.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের সাফল্যসমূহ

৮.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪০.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ১৪.০০ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা এবং ১০.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী, প্রিন্টিং, ফুল তৈরী, উল বুনন, পুতুল তৈরী, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ৮০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৩,৩০৯ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যার মধ্যে ৯,৩২৩ জন অর্থ্যাৎ শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ নারী। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীরা ঘরে বসেই সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপশি নিজ নিজ পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন।

৮.২ নারীর সাফল্যগাঁথা

অদম্য রেহানা

দারিদ্রতা ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কোন বাঁধা হতে পারেনি রেহেনা বেগমের জীবনে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে অনন্য দৃষ্টান্ত গড়েছেন জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের প্রতিবন্ধী রেহেনা বেগম। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও জীবন সংগ্রামে রেহেনা একজন সফল নারী। শূণ্য অবস্থা থেকে আজ তার রয়েছে সুন্দর একটি বাড়ী, পুকুর ভর্তি মাছ, খামার ভরা হাঁস, মুরগী আর ছাগল। শূন্য হাতে জীবন সংগ্রাম শুরু করা ভুমিহীন রেহেনা বেগমের সাফল্যের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে এলাকাসহ সারাদেশে। সফলতার পাশাপাশি পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। সর্বশেষ পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সিটি পুরস্কার। সম্মাননা হিসেবে পেয়েছেন ক্রেস্ট ও সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

৮ ভাই-বোনের অভাবী সংসারে তার বেড়ে ওঠা। প্রতিবন্ধী হওয়ায় বিয়ে হবে না! এমন ধারনা মাঝে মাঝে তাকে পীড়া দিত। অর্থনৈতিক দূরবস্থার মাঝেও শুধু মনের জোরে ফাজিল পাশ করেন। ফাজিল পাশ করার পর চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলেন। কিন্তু চাকুরী না পেয়ে হতাশায় ভুগছিলেন। স্থানীয় সমাজসেবা অফিসে ভাতার জন্য যোগাযোগ করেন। উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের অনুপ্রেরণায় ২০০৪ সালে প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও পুনর্বাসন সমিতি' নামে একটি সংগঠন। সমাজসেবা কার্যালয় থেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পান ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। ১ম বার ক্ষুদ্র পরিসরে হাঁস প্রতিপালন করা শুরু করেন। কিন্তু এ অল্প পরিমান পুঁজি দিয়ে তার আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। পরবর্তীতে আরও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী দফতরেও যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহন করে পর্যায়ক্রমে রেহেনা বেগম হাসেঁর খামার, মুরগীর খামার, ছাগলের খামার ও পুকুরে মাছ চাষ করে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেন। সমাজসেবা কার্যালয়ের সহযোগীতায় প্রতিবন্ধী ভুমিহীন হিসেবে সরকার থেকে এক একর খাসজমি বন্দোবস্ত পান তিনি। তার দু'সন্তান পড়ছে ভালো স্কুলে। অদম্য প্রতিবন্ধী রেহেনা আজ উন্নয়ন ও স্বাবলম্বিতার মডেল কন্যা।

৯.০ বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র

ক্রমিক নং	নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
১.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসচেনতা বৃদ্ধি'র লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
২.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচিতে পর্যায়ক্রমে মহিলাদের হিস্যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করা।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি বিদ্যমান হার যাচাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের ডাটাবেইজ প্রণয়ন চলমান রয়েছে। ৫২.০০ লক্ষ ভাতাভোগীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেয়া যায় নারীর অন্তর্ভুক্তি বয়স্কভাতায় ৪৮.৬২%, বিধবা ভাতায় ১০০%, প্রতিবন্ধী ভাতায় ৪২.৭৮%। সকল কর্মসূচিগুলোতে নারীর হিস্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
৩.	শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নতুন সকল অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মান (বালিকা ৬টি ও বালক ৫টি নির্মান ও ২০টি হোস্টেল সম্প্রসারণ) প্রকল্প চলমান রয়েছে।
৪.	সামাজিক সুরক্ষা খাতের সকল কর্মসূচিকে ডিজিটালাইজড করা।	সুরক্ষা খাতের সকল কর্মসূচিকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। www.bhata.gov.bd নামক একটি সমন্বিত ভাতা ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার তৈরী করা হয়েছে। যাতে ইতোমধ্যে ৫২.০০ লক্ষ ভাতাভোগীর তথ্য সন্নিবেশ সম্পন্ন হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫.	জাতীয় প্রবীণ নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালে প্রবীণ কর্ণার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং উক্ত প্রবীণ কর্ণারে নারীদের বিশেষ সুবিধা সংযোজন।	জাতীয় প্রবীণ নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালে প্রবীণ কর্ণার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং উক্ত প্রবীণ কর্ণারে নারীদের বিশেষ সুবিধা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৬.	পিতৃমাতৃহীন ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণ করা।	পিতৃমাতৃহীন শিশুদের আবাসনের জন্য চলতি অর্থবছরে ৮টি নতুন আবাসিক ভবন তৈরী প্রকল্প চলমান রয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরও ১৯টি ভবন তৈরীর জন্য প্রকল্প প্রণয়ন চলমান

ক্রমিক নং	নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
		রয়েছে। পথশিশুদের সুরক্ষার জন্য ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে- যা ১৯ জেলায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপদ আবাসনের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি সেফ হোমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭.	প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা।	সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে নারী ও প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- ❖ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি;
- ❖ প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষায়িত প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী ও প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন ও প্রভাব বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন এবং গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কার্যক্রমসমূহের মান উন্নয়ন এবং প্রাপ্ত ফলাফল জনগণের জন্য প্রকাশ;
- ❖ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষায়িত কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতিবন্ধী নারী সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ;
- ❖ শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা;
- ❖ হিজড়া জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রচারণা কর্মকান্ড বৃদ্ধি;
- ❖ নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের ফলাফল বা প্রভাব মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও মানসম্মত পরিমাপক (indicator) প্রস্তুতকরণ;
- ❖ পিতৃমাতৃহীন ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণ;
- ❖ প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তভুক্তি বৃদ্ধি করা।